221

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 02 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য জবাব দেবেন কি?

নূর মোহাম্মদ মিয়াজী কামাল

এক সময় পত্রিকা খুললেই যে সংবাদটি চোখে পড়ত তা হচ্ছে ক্যাম্পাসে গোলাগুলি। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা। অমুক রাজনৈতিক দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে দুই ছাত্রের অকাল মৃত্যু। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি থমথমে ইত্যাদি। এখন এসবের সাথে আরও একটি মাত্রা যোগ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস। ইতোপূর্বে পত্রিকান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর আমরা জেনেছি। বিস্মিত-হতবাক হয়েছি। আগে শুনতাম বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এখন দেখছি বিশ্ববিদ্যালয়েরও হচ্ছে। বোর্ডে যাঁরা চাকরি করেন তাঁরা না হয় এত সচেতন নয়, অথবা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা আছেন তাঁরা উচ্চশিক্ষিত তো বটেই, বেশিরভাগই পিএইচডিধারী। তাহলে দেশ ও জাতি গড়ার এই কারখানায় কিভাবে দুর্নীতি হয়, তা ভাবতে অবাক লাগে। যাই হোক, প্রশ্নপত্র ফাঁসের পরে এখন যা পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম হয়েছে তা হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি করানো নিয়ে।

বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষার সব প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হতে হলে ভর্তি পরীক্ষা আবশ্যিক। শিক্ষার্থী ইতোপূর্বে বোর্ড পরীক্ষা স্ট্যান্ড করেছে না ২য় বিভাগ পেয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সে বিষয়ে মাথাব্যথা নেই। বোর্ড যেসব শিক্ষার্থীকে মেধাবী বা ভাল ছাত্র বলে স্বীকৃতি দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে সে স্বীকৃতি কাজে লাগে না। পরীক্ষার্থীর মেধা যাচাইয়ের জন্য ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই যদি কোন শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির খবর শোনা যায়, তাহলে বিষয়টি দেশের সচেতন জনতা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদরা যে সহজভাবে নেবেন না, সে কথা ধরে নেয়া যায় সহজেই। গত ক'দিন জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, অবজারভারসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবর আর কাউকে বিচলিত না করলেও আমরা যারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করার পরও ভর্তি হতে পারি না (কম স্কোরের কারণে), তারা অন্তত শঙ্কিত, বিচলিত। অথচ সরকার কিভাবে কিছু ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করল তা ভেবে আমরা ইতবাক, বিস্মিত। হয়ত এমন শুনতেও আমাদের আর বেশি দিন দেরি করতে হবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা পড়াশোনা ছাড়াই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সরাসরি পাসের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছে। অনেকে যেমন বলেন, সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ, সুতরাং আজকের এই ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে রূপ নেয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আমরা এমন এক জাতি, যারা নিজেরা আইন তৈরি করি, আবার নিজেরাই স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তা ভঙ্গ করি। ক্ষমতা থাকলে তা যেভাবে সেভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। ক্ষমতার অপব্যবহার করি। এটা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, ভিসি ইচ্ছা করলে তাঁর নির্বাহী ক্ষমতা বলে কাউকে ভর্তির জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু তাই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অমান্য করে তিনি তা করবেন কেন? তাহলে যারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের ব্যাপারে ভর্তি কমিটিকে কেন তিনি সুপারিশ করছেন না? উল্লেখ্য, এমন অনেক পরীক্ষার্থী রয়েছে যারা দু'দু'বার পরীক্ষা দিয়েও স্কোরে পিছিয়ে থাকার কারণে ভর্তি হতে পারেনি। যার ফলে ঐ সকল পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাদের ব্যাপারে কিছু না করে, ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করা কিছু ছাত্রের ব্যাপারে তিনি কিভাবে সুপারিশ করেন, তাই আমাদের জিজ্ঞাসা।

পত্রিকার সূত্রমতে, ভিসিকে সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তির ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়েছে বলে উল্লেখ ছিল। ভ্যাগ্যিস যে সরকার অর্ডার দেয়নি। আর ভিসি স্যারও তাঁর অধঃস্তন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানদের ঐ সকল ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। বোধ করি, তাঁরা যথার্থই বুঝতে পেরেছেন যে, এটা একটা নিহায়ত দুর্নীতি। নৈতিকতা বিবর্জিত একটি কাজ। তাই "অর্ডার বা ভর্তি করানো' হোক এমনটি কেউই বলেননি। শুধু "সুপারিশ" করেছেন।

আক্ষেপ সেখানেই। যেখানে ভিসি স্যার জানেন এটা নীতিবহির্ভূত, সেখানে বিকল্প কোন চিন্তা না করে তিনি তাঁর নৈতিকতাকে কিভাবে বিসর্জন দিলেন, তা অবাক করার বিষয়। তিনি হয়ত সেই ফরাসী প্রবাদের কথা ভুলেই গেছেন—"A wise man reflects before he speaks. A fool speaks and then reflects on what he has uttered." হয়ত ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ছাড়া আর কোন শঙ্কা তাঁর থাকার কথা ছিল না যদি তিনি ঐ সকল ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির ব্যাপারে সুপারিশ না করতেন! যদি তিনি নিতান্তই নিরুপায় হতেন তাহলে তাঁর জন্য পদত্যাগ করাটাই ছিল শ্রেয়। তাহলে তিনি সর্বজন কর্তৃক প্রশংসিত হতেন এবং তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি আরও দ্বিগুণ বাড়ত। কিন্তু এখন যা করলেন, তাতে কতটুকু কি হয়েছে, তা বোধ করি পুনরোল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড-খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছাত্ররাতা আসেই, বিদেশী অনেক ছাত্রও এখানে পড়াশোনা করার জন্য আসে। এখানকার পড়াশোনার মান ভাল, শিক্ষকরা অনেক পণ্ডিত ও সৃষ্টিশীল। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম, রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে এর অবস্থান, সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাইরে পড়াশোনার রয়েছে যথেষ্ট সুযোগ। আর এসব কারণে এখানে ভর্তির জন্য সবার চেষ্টা থাকে আপ্রাণ। কেউ কেউ এ চেষ্টায় সফল হয়, আর কেউ হয় না। যারা হয় তারা নিঃসন্দেহে জাতির সূর্যসন্তান, প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের ছাত্র। কিন্তু সেই অক্সফোর্ডের সুনাম ও সুখ্যাতি রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ কতটুকু কি করেছে, তা ভাবা উচিত। প্রশ্নপত্র ফাঁস, অবৈধভাবে মাস্টার্স-অনার্সে ছাত্র ভর্তি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, হোস্টেলের সিট নিয়ে অনিয়ম, আত্মঘাতী সন্ত্রাস— এসব বিষয় কি কর্তৃপক্ষের অনেকটা খামখেয়ালী, উদাসীনতা, নীতিবহির্ভূত কাজের উদাহরণ নয়? ভাবতে হবে দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ নিয়ে সকলকে উদার মনে। যদি এহেন প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা চলে, তাহলে দেশ চলবে কি করে? এখান থেকেই তো বাঙালী জাতি দিকনির্দেশনা পেয়েছে। এখান থেকেই তো তাই সৃষ্টি হবে দেশের আগামী দিনের শাসক, দেশকর্তা। তারা তাহলে কি এই নৈতিকতা-বিবর্জিত শিক্ষাই পাচ্ছে বিশাল এই বিদ্যায়তন থেকে? কর্তৃপক্ষের কাছে এটাই জাতির জিজ্ঞাসা।